ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ ভাদ্র ১৪২৮, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম' শীর্ষক এই ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকারসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের এক ঘৃণ্য দিন। এদিনেই ঘাতকের নির্মম বুলেটে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে শাহাদত বরণ করতে হয়। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের নানান দিক তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। শিক্ষাকে জাতীয়করণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে তিনি একটি সৎ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে আজীবন কাজ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কবি মুহাম্মদ সামাদের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ

'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি'- এই অমর পঙ্‌ক্তির রচয়িতা কবি মুহাম্মদ সামাদ মুজিববর্ষে পেলেন কবিতায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই অবরুদ্ধ ভয়ের সময়ে সারা দেশের দেয়ালে-পোস্টারে-মঞ্চের ব্যানারে খচিত হয়ে বাঙালি জাতিকে সাহস জুগিয়েছে ও উদ্দীপিত করেছে এই উজ্জ্বল কাব্যপঙ্‌ক্তিটি।

কবি মুহাম্মদ সামাদ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)'-এর উপাচার্যের দায়িত্বও সফলভাবে পালন করেছেন।

তিনি সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কার, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্য পুরস্কার, কবি সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার, কবি জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার, কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার, ত্রিভূজ সাহিত্য পুরস্কার, কবি বিষ্ণু দে পুরস্কার [২০০৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত], কবিতালাপ পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া চীনের ইন্টান্যাশনাল পোয়েট্রি ট্র্যানস্লেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (International Poetry Translation and Research Centre) কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রাইজেস ২০১৮: ইন্টান্যাশনাল বেস্ট পোয়েট (Prizes 2018: International Best Poet) সম্মাননা লাভ করেন।

একজন কবি ও শিক্ষক-গবেষক হিসেবে ড. মুহাম্মদ সামাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ইতালি, ভ্যাটিক্যান সিটি, গ্রিস, তুরস্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম সফর করেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় কবিতা পরিষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ আগস্ট ২০২১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, হল প্রশাসনের উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, এই মহীয়সী নারী পর্দার আড়ালে থেকে বঙ্গবন্ধুর সকল আন্দোলন-সংগ্রামে পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। ইতিহাসে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অপরিসীম ত্যাগ, অসীম ধৈর্য, সাহস, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, বঙ্গমাতার অনন্য অবদান ও জীবনদর্শন অনুসরণ করে সমাজে নারী অধিকার, নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর উইম্যান, জেন্ডার এন্ড পলিসি স্টাডিজ' শীর্ষক একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে উপজীব্য করে এই সেন্টার অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরিতে একটি মাইল ফলক হিসেবে পরিগণিত হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ আগস্ট ২০২১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাহস ও চেতনাকে সুদৃঢ় করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের এসময় হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারসহ হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির উদ্যোগে গত ২১ আগস্ট ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফখরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং আলোচক ছিলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মালেক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস'র পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ইনস্টিটিউটের রিসার্চ ফেলো হাসান নিটোল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনাসহ সকল কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিলো তরুণ সমাজ। দেশে যেভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে সে অনুসারে শিক্ষার মানের আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমরা যদি আত্মসমালোচনা করতে শিখি, বঙ্গবন্ধুর জীবনকে পর্যালোচনা করি, তাঁর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করি তাহলেই কেবল আগামী প্রজন্ম সঠিক দিক নির্দেশনা পাবে।

অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষার উপর সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রতি সকল নাগরিককে যত্নবান ও শ্রদ্ধাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধু এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ছোটবেলা থেকেই ভেবেছেন। নানা আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর সব ভাবনার মূলে ছিল তরুণ প্রজন্ম। চীনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন। মাতৃভাষাকে সর্বত্র অগ্রাধিকার দেয়ার শিক্ষা বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়েছেন ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে আমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তার উন্নত শিক্ষা ভাবনা আমলে নিলে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যেমনি উপকৃত হবে, তেমনি জাতিও সুন্দর পথে পরিচালিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিবছর ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক প্রদান করা হবে। ২০২২ সাল থেকে এই পদক প্রদান শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি এই স্বর্ণপদক প্রদান করবে। গত ২২ আগস্ট ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি-এর বোর্ড অব গভর্নসের প্রথম সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি-এর পরিচালক ও বোর্ড অব গভর্নসের সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, বোর্ড অব গভর্নসের সদস্য অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং এ. আর. এম. মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক'-এর জন্য মনোনীত হবেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এই স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

'কালো দিবস' পালিত

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনা এবং তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গণবিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সেদিন ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে ক্ষমতালিপ্সু সেই অপশক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এসব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

কালো দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৩ আগস্ট ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, কারা নির্যাতিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, কারা নির্যাতিত ছাত্র মানবেন্দ্র দেব ও মো. তৈয়ব আলী, ছাত্রনেতা মো. সাদ্দাম হোসেনসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করে বলেন, "সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু'র রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা তখন সম্মিলিতভাবে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অপশক্তির অপশাসনের অবসান চেয়েছিলাম। গণমানুষ আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল। ফলে আমাদের আন্দোলন যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছেছিল এবং আমরা দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।"

উপাচার্য ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেনা ক্যাম্প স্থাপন এবং ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি দেয়ার ঘটনা তুলে ধরে বলেন, তা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বহীনতার চরম বহি:প্রকাশ। দেশের রাজনৈতিক ধারা বাধাগ্রস্ত হলে সমগ্র জাতি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা জরুরি।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২৩ আগস্ট ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং আলোচনা সভা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গত ১৫ আগস্ট ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে 'সংবাদপত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিগাঁথা' শীর্ষক এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এসময় ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক মো. সাজ্জাদুল কবিরসহ সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আব্দুল কুদ্দুছ ভূঞা (এলপিআর) গত ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখ ৫০ হাজার টাকার একটি অনুদানের চেক ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের নিকট হস্তান্তর করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি'র শিক্ষকদের মৃত্যুতে উপাচার্যের গভীর শোক প্রকাশ

অধ্যাপক ড. সাইয়াদ সালেহীন কাদরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সাইয়াদ সালেহীন কাদরী-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সাইয়াদ সালেহীন কাদরী ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজির এনজাইমোলজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট গবেষক। তিনি সদালাপী, সজ্জন ও বিনম্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষক ও গবেষক প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার বিস্তার ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য গুণী এই অধ্যাপক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সাইয়াদ সালেহীন কাদরী গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

অধ্যাপক ড. মো. আবু হামিদ লতিফ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবু হামিদ লতিফ-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৬ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. আবু হামিদ লতিফ ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী শিক্ষক সর্বদা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতেন। তিনি ইউনেস্কোর শিক্ষা পরামর্শক ছিলেন। গবেষণা ও শিক্ষা বিস্তারে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. আবু হামিদ লতিফ গত ১৬ আগস্ট ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

এমিরিটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, একুশে পদকপ্রাপ্ত গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৮ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী ছিলেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ এই গুণী শিক্ষক সবসময় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় এবং দেশের নারীশিক্ষা ও নারী অধিকার আদায়ে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী গত ০৮ আগস্ট ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৬ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন ছিলেন একজন খ্যাতিমান দার্শনিক ও গবেষক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, নম্র ও সজ্জন চরিত্রের অধিকারী। মৌলিক দার্শনিক চিন্তার অধিকারী এই গুণী শিক্ষক দর্শন বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার খোরাক জুগাতেন। দর্শন বিষয়ক অনেক মৌলিক গবেষণা গ্রন্থসহ তিনি বেশকিছু কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। দর্শনচর্চা ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন গত ১৬ জুলাই ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২১ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম ছিলেন সাবেক ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক বিভাগ এবং বর্তমান ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও গবেষক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, নম্র ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন হিসেবেও তিনি অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম গত ২১ জুলাই ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভূঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভূঞা-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১১ মে ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভূঞা ছিলেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। ইসলামিক অর্থনীতি বিষয়েও তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও স্পষ্টভাষী মানুষ। যে কোন বিষয়ে তিনি জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ মতামত প্রদানে দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য গুণী এই অধ্যাপক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভূঞা গত ১১ মে ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেকের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ছিলেন ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত বিনম্র চরিত্রের একজন সজ্জন মানুষ। তিনি একদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিপালনে থাকতেন বিশেষ যত্নশীল, অন্যদিকে উদার ও মানবিক গুণাবলীতে ছিলেন সমৃদ্ধ। তাঁর অভিভাবক ও বন্ধুসুলভ আচরণ সকলকে মুগ্ধ করত। সততায় ও পেশাদারিত্বে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। ইসলাম শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

অধ্যাপক রাশীদ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রাশীদ মাহমুদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০১ এপ্রিল ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক রাশীদ মাহমুদ একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী ও সজ্জন চরিত্রের অধিকারী। সদা হাস্যময় এই অধ্যাপক বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন । নৃবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক রাশীদ মাহমুদ গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাতক্ষীরায় অবস্থানকালে গত ৩১ মার্চ ২০২১ ব্রেইন স্ট্রোকে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. মুস্তফা ওসমান তুরান গত ০৬ জানুয়ারি ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থার কো-অর্ডিনেটর ড. ইসমাইল গুনদৌদু, ঢাবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে তুর্কী ভাষা শিক্ষা গতিশীল করার লক্ষ্যে তুরস্ক থেকে ভিজিটিং প্রফেসর প্রেরণের জন্য রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, ঢাবি'র মাস্টার প্ল্যানের আওতায় গ্রীন ক্যাম্পাস বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও সৌর শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুরস্কের সহযোগিতা কামনা করেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. মুস্তফা ওসমান তুরান এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে একটি চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। এই সুসম্পর্ক আরও বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুরস্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার আগ্রহ প্রকাশের জন্য তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. মুস্তফা ওসমান তুরানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কোইকা প্রতিনিধিদল

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ইয়ং-আহ দোহ-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন কোইকা'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইহিউন কিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইউরি হ্যান, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. ফজলে রাব্বি এবং কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার চিওল ইং ওহ।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক মো: রাশেদুর রহমানসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship" শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশের জন্য কোইকা প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রকল্প তরুণ প্রজন্মকে ইনোভেশন ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিষয়ে দক্ষ ও সক্ষম করে গড়ে তুলবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, ২০২১ সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিশেষ বছর। এ বছর একই সঙ্গে মহান মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই বিশেষ বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এফআইসিসিআই চেয়ারম্যান

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)-এর নর্থ ইস্ট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত বার্থাকুর গত ০২ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রঞ্জিত বার্থাকুর এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের কেন্দ্রীয় গ্যালারিতে "Understanding Deforestation Patterns and Designing Customized Habitat Restoration Plans" শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তৃতা করেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় ভারতের বালিপাড়া সংগঠন এই কর্মশালার আয়োজন করে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. মুস্তফা ওসমান তুরান গত ০৬ জানুয়ারি ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ইয়ং-আহ দোহ-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে।

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)-এর নর্থ ইস্ট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত বার্থাকুর গত ০২ মার্চ ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

২৮জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ২৬জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২৮জন গবেষক পিএইচ.ডি, ২৬জন এম.ফিল এবং ১জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ৮ এপ্রিল এবং ২৪ মে ২০২১ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের পৃথক পৃথক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে মীর হুমায়ূন কবীর, নূর নাহার শারমিন সুলতানা, প্রদীপ পেরেজ, আরবী বিভাগের অধীনে সৈয়দ সহিদ আহম্মদ, দর্শন বিভাগের অধীনে মোসা: রেবেকা সুলতানা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আমীর হোসেন, মো: মাহবুবুর রহমান, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে তন্ময় কুমার সরকার, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোসাম্মৎ মনিরা বেগম, সংগীত বিভাগের অধীনে রেজওয়ানা চৌধুরী, পরিসংখ্যান বিভাগের অধীনে ধনেশ্বর চন্দ্র সরকার, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো: মাসুদ রানা, আইন বিভাগের অধীনে সৈয়দা আফরোজা জেরীন, ইফাত মুবিনা ইউসুফ, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে জেসমিন সুলতানা, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে মো: জিল্লুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শামসুন্নাহার, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মনোয়ারা বেগম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে লাভলী বাড়ৈ, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মো: আবু সাঈদ মিয়া, তাসলিমা ফেরদৌস, মো. ইব্রাহিম খলিল, পিংকু পোদ্দার, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের অধীনে ফারজানা আহমেদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে রঞ্জিত পোদ্দার, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধীনে জাহিদা গুলশান, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে শায়লা নাসরিন ও নাসরীন নাহার বেগম।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে সুনীল চন্দ্র রায়, আরবী বিভাগের অধীনে সুমাইয়া তাসনীম, ফারহানা, মো. নুরুল আমিন, মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা, মোহাম্মদ জহিরুল হক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে মেহজাবিন ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের অধীনে শান্তা পত্রনবীশ, মিঠুন কুমার সাহা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মো. আশরাফুল কবীর, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মো. আশিকুল ইসলাম, সংগীত বিভাগের অধীনে রুখসানা করিম, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে অরূপ কুমার ঘোষ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল্লাহ আল জামিল, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে প্রিয়দর্শিনী অভি, মু. আবুল হাশেম, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে দিল আফরোজ দ্যুতি, এম. এম. আসাদুজ্জামান নুর, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মু. বোরহান উদ্দিন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মৌসুমী নাথ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে অনিন্দিতা ভৌমিক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে মো. আশিকুর রহমান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে শাহ ইসরাত আজমেরী, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মেহরিন জেরিন সুজান ও মনির হোসেন।

ডি.বি.এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হলেন- ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ ফরিদুল আলম।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি নবায়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদানের চুক্তি গত ১৫ মার্চ ২০২১ তিন বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার শিগিকি ওহ্‌নো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নবায়নকৃত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৩০০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা দেয়া হয়। ছবিতে ঢাবি কোষাধ্যক্ষের নিকট সুমিতমো কর্পোরেশনের উপদেষ্টা আলী এরশাদকে স্বাক্ষরিত চুক্তির কপি হস্তান্তর করতে দেখা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে- উপাচার্য

করে গেছেন। তিনি জীবনের মাত্র ১২ ভাগ সময় পরিবারকে দিয়েছিলেন। বাকী ৮৮ ভাগ সময় তিনি গণমানুষের সেবায় ব্যয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই মহান আত্মত্যাগের কথা কেউ যেন ভুলে না যায়।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবন ও হলসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাবি শিক্ষকদের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং (CoETL) -এর উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট ২০২১ এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য 'Ethical Aspects & Awareness of Plagiarism' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক কর্মশালা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় 'In Depth Look of Plagiarism' বিষয়ে ঢাবি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান, 'Ethical Aspects of Plagiarism' বিষয়ে ঢাবি আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান এবং 'Screening Technique of Plagiarism' বিষয়ে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালা সঞ্চালন করেন সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ.টি.এম সামছুজ্জোহা।

উল্লেখ্য, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

'Japanology In New Era' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ই-সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'Japanology In New Era' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক ই-সম্মেলন গত ২৮ জানুয়ারি ২০২১ উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. নাওকি ইতো বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। জাপানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিসহ নানান বিষয় এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণা ও অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। সম্মেলনে এসব বিষয়ে ৬৬টি প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের মাধ্যমে জাপান সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, এই সম্মেলন ৪র্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. নাওকি ইতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই সম্মেলন আয়োজন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে জাপান সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আশ্বাস দেন।

দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

জাতীয় কবির ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

কবি নজরুল আমাদের অফুরান প্রেরণার উৎস- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি আমাদের অফুরান প্রেরণার উৎস। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সবসময় রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, সাম্য ও প্রেমের কবি কাজী নজরুলের দর্শন ও চেতনা সব শ্রেণির মানুষকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে। তাই তাঁর চেতনা ও দর্শন চিরঞ্জীব ও চির অম্লান। গত ২৭ আগস্ট ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

উপাচার্য অমর কাব্যের কবি কাজী নজরুলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি কাজী নজরুলকে এদেশে নিয়ে আসা, তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট ডিগ্রি প্রদান এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে যথার্থভাবে সম্মানিত করেছেন।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞ জাতীয় অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা সঞ্চালনা ও সূচনা বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কবি নজরুলকে আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ আখ্যায়িত করে বলেন, বিশ-এর দশকে অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কবি নজরুলের অসাধারণ যোগসূত্র ছিল। উপাচার্য নজরুলের অনবদ্য সৃষ্টি সমূহের নিয়মিত চর্চা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও বেগবান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল গবেষণা কেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন। তাই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু কবিকে বাংলাদেশে এনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে বাংলা কবিতার মোড় পরিবর্তন ঘটে। যতদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকবে ততদিন কবি নজরুল তাঁর বিদ্রোহী কবিতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।এর আগে কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল ৭:১৫টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শোভাযাত্রা সহকারে কবির সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এছাড়া, বাদ ফজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়া'য় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে "অধিকার ও পছন্দই মূল কথা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে" শীর্ষক একটি ওয়েবিনার গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়েবিনারে সংযুক্ত ছিলেন।

ঢাবি পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রবিউল হকের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে ঢাবি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং ইউএনএফপিএ -এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. অসা টর্কেলসন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ওয়েবিনারে ঢাবি পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম নূরুন্নবী এবং পপুলেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ-এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. উবায়দুর রব মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ড. হালিদা হানুম আক্তার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. আবু জামিল ফয়সাল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে চলমান মহামারির মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ সবই নারীদের জন্য ক্ষতিকর। তিনি নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিশ্চিত করতে সকল প্রকার বাধা দূর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রজনন হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

সিনিয়র পলিসি এক্সপার্ট, সরকারি কর্মকর্তা, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, সিভিল সোসাইটি ও এনজিও-এর প্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থীসহ প্রায় ১০০ জন এই ওয়বিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডস-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের হোম ডেকোরেশন এবং হোম টেক্সটাইল (এইচডিএইচটি) খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমইএ) প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডস-এর বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন কর্পোরেশন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ২ আগস্ট ২০২১ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সেন্টার ফর দ্যা প্রমোশন অব ইমপোর্টস ফরম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অব দ্যা নেদারল্যান্ডস এন্ট্রারপ্রাইজ এজেন্সি (সিবিআই)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস পলিন ডল এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, কারুশিল্প বিভাগের চেয়ারপার্সন ফারহানা ফেরদৌসী এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় নেদারল্যান্ডস-এর বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন কর্পোরেশন মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচডিএইচটি এবং এসএমই বিষয়ক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালুর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করার ক্ষেত্রে দেশটি কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন জরুরি- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমাজ থেকে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, বর্তমানে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাদের পেছনে রেখে জাতীয় অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'অধ্যাপক বশিরা মান্নান স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মিসেস কামরুন নাহার 'Gender and Women Empowerment in Bangladesh with References SDGs' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক বশিরা মান্নানের বড় ছেলে এবং তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মি. মস্‌য়ুদ মান্নান স্বাগত বক্তব্য দেন। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক বশিরা মান্নানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। চলনে, বলনে, জ্ঞানে, গুণে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এবং এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হল 'কর্মের মাধ্যমে আশা তৈরি করা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আত্মহত্যা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এবং এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজে অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রত্যাশিত নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আত্মহত্যা প্রবণতা রোধে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন, সক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহ্‌জাবীন হকসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫